হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

পুনঃ ফৌজদারী আপীল নং ৩০৪৩/১৯৯১
ফৌজদারী আপীল নং ৫৪/১৯৮৮

মোঃ জাকির হোসাইন ওরফে মোঃ জাকির

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

----প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৩.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

জনাব এম,এ করিম, দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ, যশোর কতৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং-১৩/১৯৮৮-এ বিগত ইংরেজী ১৩.০৪.১৯৮৮ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ, যশোর কতৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং ১৩/১৯৮৮-এ বিগত ইংরেজী ১৩.০৪.১৯৮৮ তারিখের প্রদত্ত রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ-

"ইহা আসামী জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইনের ২৫বি(১)(বি) ধারার একটি মামলা।
		২। সরকারপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, যশোর শহরের ঝুমঝুম পুরে অবস্থিত বি,ডি,আর ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে ১নং সাক্ষী হাবিলদার আবুল বাশার, ২নং সাক্ষী লেন্স নায়েক মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য সিপাহীরা ২.১২.৮৭ ইং তারিখ অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় এক চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বাহির হইয়া যশোর শহরের উপকণ্ঠে চাচড়া রায় পাড়া গ্রামে গমন করেন এবং আসামীর জাকির হোসেনের উপস্থিতিতে তাহার দখল ও বসত ঘর হইতে ২২৫০/- টাকা মুল্যের ১৫ খানা ভারতীয় প্রিন্ট শাড়ী উদ্ধার করেন এবং আসামী এই সকল বিদেশী শাড়ী রাখার সমর্থনে কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। বি,ডি,আর বাহিনী তখন সাক্ষীদের সম্মুখে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী সিজ করে। সিজার লিষ্ট (একজিবিট-১) তৈরী করে, আসামীকে গ্রেফতার করে, শাড়ীগুলি কাষ্টমস গোডাউনে জমা দেয় এবং ঐদিন সন্ধা ৭ঃ০৫ মিনিটের সময় আসামীকে কোতয়ালী থানায় সোপর্দ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এজাহার (একজিবিট-২) দায়ের করে। ৭নং সাক্ষী পুলিশের এস,আই নুরুল হক মামলার তদন্ত করেন, চাঁচড়া রায়পাড়ায় অবস্থিত আসামীর বাড়ী পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
		৩। বিচারের প্রারম্ভে আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(১)(বি) ধারার অভিযোগ গঠন করিয়া ইহা তাহাকে পড়িয়া শুনালে সে নিজেকে নির্দোষ বলিয়া বিচার দাবী করে। ইহার পর সরকার পক্ষে মোট ছয় জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করা হয় এবং একজন সাক্ষীকে টেন্ডার করা হয়। সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরার পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করিলে সে নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে এবং কোন প্রকার সাফাই সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে।
		৪। আসামী পক্ষের বক্তব্য এই যে, তাহার নিকট হইতে কোন বিদেশী শাড়ী উদ্ধার হয় নাই এবং তাহাকে এই মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে।
		৫। এই মামলায় নিম্নোক্ত বিচার্য বিষয় রহিয়াছেঃ
		(ক) বি,ডি,আর বাহিনী কি ২.১২.৮৭ ইং তারিখ বেলা দুই ঘটিকার সময় আসামীর দখল হইতে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ীর উদ্ধার করিয়াছিল ?
		(খ) সরকার পক্ষ কি আসামীর বিরুদ্ধে তাহাদের মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছে ?
		আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ
		৬। বিচার্য বিষয় (ক) ও (খ)
		সংক্ষিপ্ততা ও আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটিকে একত্রে লওয়া

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইল। সরকার পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২.১২.৮৭ ইং তারিখ বেলা দুই ঘটিকার সময় যশোর শহরের ঝুমঝুম পুরস্থ বি,ডি,আর বাহিনীর একটি দল শহরের উপকন্ঠে চাঁচড়া রায়পাড়ায় অবস্থিত আসামীর বাড়ী হইতে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী উদ্ধার করে এবং আসামী ঐ সকল বিদেশী শাড়ী রাখার সমর্থনে কোন প্রকার বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। এই মামলায় সরকার পক্ষে মোট ছয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করা হয় এবং একজন সাক্ষীকে টেন্ডার করা হয়। আমরা এখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য আলোচনা করিব। *১নং সাক্ষী হাবিলদার আবুল বাশার ২.১২.৮৭ ইং তারিখে যশোর শহরের ঝুমঝুম পুরে অবস্থিত বি,ডি,আর হেড কোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় তিনি ও অন্যান্য সিপাহীরা নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে চাঁচড়া রায় পাড়ায় অবস্থিত আসামী জাকির হোসেনের বাড়ীতে যান এবং সাক্ষীদের সম্মুখে আসামীর বসত ঘর তল্লাশী করিয়া ২২৫০/- টাকা মুল্যের ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী উদ্ধার করেন। তখন আসামী উপস্থিত ছিল, কিন্তু সে বিদেশী শাড়ী রাখার সমর্থনে কোন প্রকার বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই। সাক্ষী বলেন যে, তাহারা ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী সিজ করেন এবং ঐগুলি কাষ্টমস গোডাউনে জমা দেন। নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলী সিজার লিষ্ট (একজিবিট-১) তৈরীকরেন। বি,ডি,আর বাহিনী আসামীকে গ্রেফতার করিয়া কোতয়ালী থানায় সোপর্দ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এজাহার (একজিবিট-২) দাখিল করে। জেরাতে সাক্ষী বলেন যে, এজাহার এক কালিতে লেখা ও নায়েক সুবেদার উহা ভিন্ন কালিতে সহি করেন। সাক্ষী বলেন যে, আসামীর বাপ মা উক্ত মাল উদ্ধারের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। তবে বাড়ীর মালিককে তাহা তিনি জানেন না এবং মাল বাহির করিবার পর সাক্ষীরা উপস্থিত হন।* *৮। ২নং সাক্ষী বি,ডি,আর লেন্স নায়েক মোজাম্মেল হক ২.১২.৮৭ ইং তারিখে যশোর শহরের ঝুমঝুম পুরের বি,ডি,আর হেড কোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, ঐদিন বেলা দুইটার সময় তিনি চোরাচালান বিরোধী অভিযানে চাঁচড়া রায় পাড়ায় আসামী জাকির হোসেনের বাড়ীতে যাইয়া তাহার ঘর হইতে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী উদ্ধার করেন। সাক্ষী বলেন যে, ভারতীয় শাড়ী উদ্ধার করার সময় আসামী তাহার ঘরে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সে বিদেশী শাড়ী রাখার সমর্থনে কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই। সাক্ষী বলেন যে, শাড়ীগুলির মুল্য ২২৫০/- টাকা এবং তাহারা ঐগুলি কাস্টমস গোডাউনে জমা দিয়া আসামীকে থানায় সোপর্দ করেন। জেরাতে সাক্ষী বলেন যে, মাল ঘর হইতে বাহির করিবার পর সাক্ষীরা আসে। সাক্ষী অস্বীকার করেন যে, কোন মাল আসামীর নিকট পাওয়া যায় নাই।* *৯। ৩নং সাক্ষী বি,ডি,আর নায়েক আলী হোসেন ২.১২.৮৭ ইং তারিখে*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যশোর শহরের ঝুমঝুমপুরে বি,ডি,আর হেড কোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন বেলা দুই ঘটিকার সময় নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে তিনি চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বাহির হন। জেরাতে সাক্ষী বলেন যে, বি,ডি,আর সিপাহীরা দুই দলে বিভক্ত ছিল। *১০। ৪নং সাক্ষী বি,ডি,আর নায়েক আবদুর রহিমকে টেন্ডার করা হয় এবং আসামীপক্ষ তাহাকে কোন জেরা করে নাই।* *১১। ৫নং সাক্ষী আবুল হোসেন যশোর পৌরসভার অন্তর্গত চাঁচড়া রায়পাড়ার একজন বাসিন্দা। তিনি বলেন যে, ২.১২.৮৭ ইং তারিখে বি,ডি,আরের একটি দল আসামী জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করে। মাল কোথা হইতে সিজ করা হয় এই সম্পর্কে কোন কিছু না বলিয়া সাক্ষী বলেন যে, তিনি সিজার লিষ্টে (একজিবিট-১) সহি করেন।* *১২। ৬নং সাক্ষী কাষ্টমস ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান যশোর শহরে অবস্থিত কাস্টমস গোডাউনের দায়িত্বে আছেন। ২.১২.৮৭ ইং তারিখে তিনি বি,ডি,আর বাহিনীর নিকট হইতে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী গ্রহন করেন এবং ইহা কাস্টমস রেজিষ্ট্রারে ৮১৭/৮৭ নম্বর এন্ট্রি (একজিবিট-৩) হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বি,ডি,আর কর্তৃক লিখিত সিজার লিষ্টে (একজিবিট-১) সহি করেন। সিজ করা ১৫ খানা শাড়ীর মধ্যে একটি শাড়ী (বস্তু প্রদর্শনী-১) স্যাম্পল হিসাবে তিনি আদালতে উপস্থিত করেন। জেরাতে সাক্ষী বলেন যে, তাহার রেজিষ্টারে কোতয়ালী থানার বা কোর্টের কেস নম্বর নোট করা হয় নাই। জেরাতে সাক্ষী আরও বলেন যে, সিজকৃত শাড়ীগুলিতে “Made in India” লেখা নাই। তবে লেখা আছে Anjali Prints, Jetpur.* *১৩। মামলার শেখ ও ৭নং সাক্ষী পুলিশের এস,আই নুরুল হক এজাহারের ফরমাল কলাক (একজিবিট-৪) দারোগা আবুল কাদেরের হাতের লেখা বলিয়া প্রমান করেন এবং উহাতে আবদুল কাদেরের সহি (একজিবিট-৪/১)। সাক্ষী বলেন যে, তিনি আবদুল কাদেরের হাতের লেখা চিনেন। সাক্ষী মামলার তদন্ত করেন, চাঁচড়া রায় পাড়ায় আসামীর বাড়ী পরিদর্শন করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। জেরাতে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আসামীর বাড়ীর মালিকানার কাগজ সিজ করেন নাই। জেরাতে সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি ১৫ খানা শাড়ী আলামত হিসাবে পাইয়াছিলেন। সাক্ষী অস্বীকার করেন যে, তিনি বি,ডি,আরের নির্দেশ মত অভিযোগপত্র দাখিল করেন।* *১৪। ১নং সাক্ষী বি,ডি,আর হাবিলদার আবুল বাশার ও ২নং সাক্ষী বি,ডি,আর নায়েক মোজাম্মেল হকের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ২.১২.৮৭ ইং তারিখ বেলা দুইটার সময় যশোর শহরের ঝুমঝুমপুরে অবস্থিত*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বি,ডি,আর ক্যাম্পের একটি দল চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বাহির হইয়া যশোর শহরের উপকণ্ঠে চাঁচড়া রায়পাড়া গ্রামে আসামী জাকির হোসেনের ঘর তল্লাশী করিয়া আসামীর নিকট হইতে ২২৫০/- টাকা মুল্যের ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী উদ্ধার করেন। তাহাদের সাক্ষ্য হইতে ইহা পরিস্কার দেখা যায় যে, আসামীর তখন তাহার ঘরে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সে বিদেশী শাড়ী রাখার সমর্থনে কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই। এই দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, বি,ডি,আর বাহিনী যখন মালগুলি সিজ করে তখন মোকাবেলা সাক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন। ৩নং সাক্ষী বি,ডি,আর নায়েক আলী হোসেনের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, ২.১২.৮৭ ইং তারিখ বেলা দুইটার সময় নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে একটি চোরাচালান বিরোধী অভিযান বাহির হয় এবং উক্ত অভিযানটি দুই দলে বিভক্ত থাকায় ৩নং সাক্ষী আসামীর বসত ঘর হইতে মাল উদ্ধারের সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। যশোর পৌরসভার অন্তর্গত চাঁচড়া রায়পাড়ার অধিবাসী ৫নং সাক্ষী আবুল হোসেন ২.১২.৮৭ ইং তারিখে বি,ডি,আর বাহিনী কর্তৃক তৈরী সিজার লিষ্টে (একজিবিট-১) সহি করেন। কাস্টমস গোডাউনের ইন্সপেক্টর ৬নং সাক্ষী মনিরুজ্জামান ০২.১২.৮৭ ইং তারিখে বি,ডি, আর বাহিনীর নিকট হইতে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী গ্রহন করেন এবং উক্ত শাড়ীগুলির একটি শাড়ী স্যাম্পল হিসাবে আদালতে উপস্থিত করেন। *১৫। সাক্ষ্য-প্রমান হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে, ২.১২.৮৭ইং তারিখ বেলা দুইটার সময় বি,ডি,আর বাহিনী আসামীর বসত ঘর হইতে ১৫ খানা ভারতীয় শাড়ী উদ্ধার করে। ৬নং সাক্ষী কাষ্টমস ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামানের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, সিজকৃত শাড়ী গুলিতে " Made in India" লেখা না থাকিলেও ঐগুলিতে লেখা আছে "Anjali Prints, Jetpur" । যেতপুর বলিয়া কোন স্থান বাংলাদেশে আছে কেহ দাবী করে না। অতএব, উদ্ধারকৃত ১৫ খানা শাড়ী যে ভারতীয় শাড়ী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং আসামী বিদেশী শাড়ী রাখার সমর্থনে কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই।* *১৬। ১নং সাক্ষী হাবিলদার আবুল বাশার তাহার জেরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসামীর ঘর হইতে শাড়ী উদ্ধারের সময় তাহার বাপ-মা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাপ-মার উপস্থিতি ইহা প্রমান করে না যে তাহারা আসামীর ঘরে বাস করেন। অতএব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ২.১২.৮৭ ইং তারিখে আসামীর ঘর হইতে উদ্ধারকৃত শাড়ীগুলি তাহার হেফাজত হইতেই উদ্ধার করা হইয়াছিল।* *১৭। সরকারপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে বিদেশ হইতে বাংলাদেশে ১৫ খানা শাড়ী পাচারের মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিয়াছেন এবং আমি আসামীকে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(১)(বি) ধারার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করি।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, *আদেশ হয় যে, আসামী জাকির হোসেনের ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(১)(বি) ধারার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলাম এবং তদনুসারে তাহাকে তিন(৩) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করিলাম।* *সিজকৃত শাড়ীগুলি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইল।* *স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট* *১৩.০৪.১৯৮৮* *(এম, এ করিম)* *দায়রা জজ ও স্পেশাল* *ট্রাইব্যুনাল জজ, যশোর।"* ***বিডিআর ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে বিডিআর এর একটি দল যশোর শহরের উপকণ্ঠে চাচড়া রায়পাড়া গ্রামে আসামী-আপীলকারী মোঃ জাকির হোসেন @ মোঃ জাকিরের বসত ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ১৫টি ভারতীয় শাড়ি উদ্ধার করে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করতঃ অত্র মামলা দায়ের করেন।*** **বিডিআর ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বের বিডিআর এর টহল দলটির যশোর শহরের উপকণ্ঠে এসে আসামীর বসত ঘরে তল্লাশী করার কোন আইনগত এখতিয়ার আছে কিনা এটি অত্র মোকদ্দমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।** বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা, আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস্ (বিডিআর) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন প্রণয়ন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করা হয়। **The Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order) (President's Order No. 148 of 1972) এর ধারা ৮-এ বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর কার্যাবলী বর্ণিত হয় যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *8. The Force shall be employed for the purpose of the following services namely:-* *(a) border protection;*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(b) anti-smuggling work; and *(c) any other task as the Government may direct.* **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪-এ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর কার্যাবলী বর্নিত হয় যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** ***বাহিনীর কার্যাবলী*** *১১।(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাহিনীর কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবেঃ-* *(ক) সক্রিয় কর্তব্য হিসাবে সর্বদা সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা;* *(খ) চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদকদ্রব্য পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ করা;* *(গ) যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা;* *(ঘ) অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তা করা;* *(ঙ) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।* *(২) সরকার, প্রয়োজনে আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।* ***বাহিনীর সদস্যগণের ক্ষমতা*** *১২।সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, বাহিনীর এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় উহার যে কোন সদস্য বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্য-* *(ক) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIX of 1920);* *(খ) Registration of Foreigners Act, 1939 (Act No. XVI of 1939);* *(গ) Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXIX of 1946);* *(ঘ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947);* *(ঙ) Bangladesh Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952);* *(চ) Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);* *(ছ) Emigration Ordinance, 1982 (Ord. No. XXIX of 1982);* *(জ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন); এবং* *(ঝ) উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অন্য কোন আইন;* *এর অধীন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার, উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত মালামাল আটক, উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা উহা সংঘটিত হইয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এইরূপ কোন স্থানে বা কোন যানবাহনে প্রবেশ, তল্লাশী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বা মালামাল তল্লাশীর ক্ষেত্রে উক্ত আইনসমূহে উল্লিখিত কোন কর্তৃপক্ষের বা পুলিশ বাহিনীর কোন নির্দিষ্ট স্তরের সদস্য কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য কোন নির্দিষ্ট বা সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি, ইত্যাদি সোপর্দকরণ** ১৩।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ (২) অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে, বাহিনীর কোন সদস্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা কোন মালামাল বা অন্য কোন কিছু আটক করিলে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বা আটককৃত মালামাল বা অন্য কোন কিছু- (ক) সীমান্ত এলাকায় উক্ত গ্রেফতার বা আটকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনে এইরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত না থাকিলে, নিকটবর্তী থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ করিবেন; (খ) বিধি অনুসারে বাহিনীর এখতিয়ারভুক্ত অন্য কোন এলাকায় উক্ত গ্রেফতার বা আটকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনে এইরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত না থাকিলে, উক্ত গ্রেফতারের স্থান বা আটকস্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ করিবেন। **ক্ষমতা অর্পণ** ১৪। মহাপরিচালক এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির অধীন তাঁহার উপর অর্পিত কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, বাহিনীর যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন। **গুরুত্বপূর্ন বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ** ৩৩।[1][(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। *(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:* *তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।* *(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]* **The Bangladesh Rifles Order, 1972 (President's Order) (President's Order No. 148 of 1972) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩ নং আইন) পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশ রাইফেলস্ তথা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর মূল দায়িত্ব হলো বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্ত রক্ষা এবং আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ।** **সীমান্ত রক্ষা বাহিনী তথা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে সীমান্তের অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে তার মুখ্য কর্ম সীমান্ত সুরক্ষায় যে কোন মূল্যে সীমান্তেই থাকতে হবে।** **অপরদিকে, আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ তথা চোরাচালান প্রতিরোধের নিমিত্তেও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে সীমান্তেই তথা সীমান্ত এলাকায় নজরদারী করতে হবে।** **এখন প্রশ্ন হলো সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (পূর্বের নাম বাংলাদেশ রাইফেলস) এর সীমান্ত এলাকা কতটুকু? অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্ত রেখা থেকে দেশের অভ্যন্তরে কত মাইল এর মধ্যে তার**

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নজরদারীর এখতিয়ার থাকবে?

সীমান্ত রক্ষা বাহিনী তথা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (পূর্বের নাম বাংলাদেশ রাইফেলস্) এর এখতিয়ারাধীন সীমান্ত এলাকা ১৯৭২ সাল এবং ২০১০ সালের আইনে বলা নাই।

The Record of Jute Growers (Border Areas) Act, 1974 এর ২(ক) ধারায় সীমান্ত এলাকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

> ***"2(a) "border area" means the area of land lying within ten miles adjacent to the frontier of Bangladesh."***

উপরিল্লিখিত **The Record of Jute Growers (Border Areas) Act, 1974** এর ধারা ২(ক) পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, সীমান্ত রেখা থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১০ মাইল পর্যন্ত এলাকাকে সরকার ১৯৭৪ সালে 'সীমান্ত এলাকা' বা ***"border area"*** মর্মে ঘোষণা করেছে।

সুতরাং এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ রাইফেলস্ বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর কার্যপরিধী তথা এখতিয়ারাধীন এলাকা সীমান্ত রেখা থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১০ মাইল।

যেহেতু অত্র মোকদ্দমায় বিডিআর সদস্যগণ উপরিল্লিখিত সীমান্ত এলাকা তথা ১০ মাইল সীমানার বাইরে যেয়ে যশোর শহরের উপকণ্ঠে অত্র তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করেছে সেহেতু তাদের উক্ত তল্লাশী অভিযান এখতিয়ারবিহীন। ফলে এখতিয়ারবিহীন অভিযানের মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলাও এখতিয়ারবিহীন।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, *বিজ্ঞ বিচারিক আদালত যে রায় প্রদান করেছেন তা হস্তক্ষেপযোগ্য। অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।*

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইবুনাল জজ, যশোর কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং-১৩/১৯৮৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৩.০৪.১৯৮৮ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আসামী-আপীলকারীকে উক্ত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি তথা খালাস দেওয়া হলো। আসামী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।